সাংস্কৃতিক শিবির
স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শিশুনাট্যমের উদ্যোগে ও জাতীয় যুবক সংঘের সহযোগিতায় শনিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে শিশু–কিশোর সাংস্কৃতিক শিবির

বধূ নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষক

করণদিঘি, ১১ জানুয়ারি ঃ স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার করার অভিযোগে এক প্রাথমিক শিক্ষককে গ্রেফতার করল করণদিঘি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মা সিংহ নামে ওই ব্যক্তির বাড়ি করণদিঘির লাহুতারা গ্রামে। তিনি করণদিঘির গরুলভাসা এফপি স্কুলের শিক্ষক। জানা গিয়েছে, বামনদিঘির বাসিন্দা মৌসুমি সিংহের সঙ্গে এক বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে পণের দাবিতে তিনি মৌসুমির উপর নির্যাতন চালাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। ইদানীং অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। মৌসুমিদেবীর বাবা ধরণি সিংহের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। করণদিঘি থানার আইসি পরিমল সাহা জানান, অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে ইসলামপুর কোর্টে পাঠানো হয়েছে। –সংবাদ নিউজ সার্ভিস।

ঘিরনিগাঁওয়ে বাধা

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার ফের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে সরকারি কর্মীদের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, এর ফলে এদিনও দপ্তরে কোনোরকম কাজকর্ম হয়নি। স্থানীয় কংগ্রেস–সিপিএম জোট সমর্থকরা এদিন কর্মীদের একাংশকে দপ্তরে ঢুকতে বাধা দেন বলে অভিযোগ। কংগ্রেস–সিপিএমের জোটের আহ্বায়ক মহম্মদ মসিরউদ্দিন বলেন, 'ঘিরনিগাঁওয়ে একটা সমস্যা চলছে। সেখানে জনপ্রতিনিধি এবং কর্মীরা দপ্তরে আসছেন না।

এদিন কয়েকজন কর্মী কিছু খাতাপত্র বের করতে এলে জোট সমর্থকরা বাধা দেন। তবে এ ঘটনাকে ঘিরে কোনোরকম গোলমালের খবর নেই।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজারউদ্দিন বলেন, 'চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে বিরোধীরা ঝামেলা পাকিয়ে সমস্যা তৈরি করায় উন্নয়নের কাজ আটকে পড়েছে।'

স্মারকলিপি

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রশাসক বসানোর দাবি তুলল বিরোধী শিবির। শুক্রবার মোট ছয় দফা দাবিতে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি জমা দেন স্থানীয় কংগ্রেস–সিপিএম জোটের নেতৃত্ব। এদিন স্মারকলিপি দেওয়াকে ঘিরে কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দুলালচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'এদিন বিরোধী শিবিরের তরফে বেশ কয়েক দফা দাবিতে গ্রাম পঞ্চায়েতে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।' চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অশোক রায় এবং সিপিএমের ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক দবিরুল ইসলাম বলেন, দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে মূলত প্রশাসক বসানোর দাবি রাখা হচ্ছে। এছাড়া মোট ছয় দফা দাবিতে এদিন স্মারকলিপি জমা করা হয়েছে।

রক্তদান শিবির

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি ঃ লায়ন্স ক্লাব অব শিলিগুড়ি (গ্রেটার) এবং সিটি মার্বেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে শুক্রবার গোঁসাইপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সোসাইটির পক্ষে সুব্রত রায় জানান, শিবিরে ১৫০ জনের চোখ পরীক্ষা ও ১০০ জনের সুগার পরীক্ষা বিনামূল্যে করা হয়। পাশাপাশি ৩০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করে লায়ন্স ক্লাব টেরাই ব্লাড ব্যাংকে জমা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলাকার ১১০ জন গরিব মানুষকে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়।

পুজো ১৪ই

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি ঃ বাগডোগরা আয়াপ্পা মন্দিরে দক্ষিণ ভারতের উপাস্য দেবতা ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরে মকরসংক্রান্তির পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৪ জানুয়ারি। মন্দির কমিটির সভাপতি বি মনোহরণ জানান, ভগবান আয়াপ্পার মন্দিরে পুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। দক্ষিণাত্যের মানুষ ছাড়াও স্থানীয় মানুষও এখানে পুজো দেন।

মহাবীরস্থানে যানজট। ছবিটি তুলেছেন নিউ জলপাইগুড়ির সুজয় চট্টোপাধ্যায়।

আঠারোখাইয়ে বাম বোর্ডের কাজ আটকে দেওয়ার অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ বাম বোর্ডের আমলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ আটকে দিচ্ছে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত। এমনই অভিযোগ উঠেছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সিপিএমের অসিত নন্দী বলেন, 'আমাদের সময় যেসব কাজের টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডারও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই কাজগুলি তৃণমূল আটকে দিয়েছে। এখন পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে ওই কাজগুলি তারা করে দিচ্ছে বলে প্রচার করছে এবং আমরা কিছুই করিনি বলেও বাসিন্দাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে।' আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অভিজিৎ পাল বলেন, 'প্রাক্তন প্রধানের অভিযোগ ভিত্তিহীন। ওঁর আমলে কোথায় কী কাজের টেন্ডার হয়েও কাজ হয়নি তা জানা নেই। তিনি আমাদের কিছু জানাননি। ওয়ার্ক অর্ডার হওয়ার পরেও কোনো এজেন্সি কাজ না করলে আমরা কী করতে পারি। আমরা আসার পরে অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ করছি। পাশাপাশি নতুন করে আরও ২৬টি কাজের টেন্ডার করছি।'

সিপিএমের হাতে থাকা আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েত গত বছরের অগাস্ট মাসে দখল নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রাক্তন প্রধান বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় থাকাকালীন পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় নিকাশিব্যবস্থা, রাস্তা তৈরির জন্য টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডার করেছিলাম। যার মধ্যে আমার ২০ নম্বর সংসদের শরৎনগরের একটি নিকাশিনালাও ছিল। প্রায় চার লক্ষ টাকায় ওই কাজের টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অগাস্ট মাসে তৃণমূল পঞ্চায়েত জবরদখলের পর আমাদের সমস্ত কাজ আটকে দিয়েছে। কয়েক মাস ধরে ওই প্রকল্পগুলির কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এখন তৃণমূল আমাদের পাস করা কাজগুলির একটা একটা করে ফাইল হাতে নিচ্ছে। ওই সংসদে গিয়ে বাসিন্দাদের সামনে আমাদের ইমেজ খারাপ করার চেষ্টা করছে। ওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলছে, আগের প্রধান তো কিছুই কাজ করেননি। আমরা ক্ষমতায় এসে আপনাদের এলাকার এই সমস্যাগুলি দেখলাম। শীঘ্রই কাজ করা হবে। এই বলে কয়েকদিনের মধ্যেও ওই সংসদে হয় নিকাশিব্যবস্থা নতুবা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হচ্ছে। অথচ ওই কাজগুলি আমরা আগেই টেন্ডার করে ওয়ার্ক অর্ডারও দিয়ে এসেছিলাম। তৃণমূলের এই নাটক বন্ধ করার দাবিতে প্রশাসনের শীর্ষ মহলেও অভিযোগ জানাচ্ছি।' তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের একাংশের দাবি, 'গত বছরের অগাস্ট মাসে পঞ্চায়েতের দখল নেওয়ার পরে কোনো ভালো কাজ করতে পারেননি নতুন প্রধান। আগের প্রধানের আমলে যেসব কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া ছিল সেগুলিই হচ্ছে।' বর্তমান প্রধান অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'নতুন করে প্রচুর কাজ হচ্ছে। আমরা জেলাশাসকের নির্দেশ মেনে এক লক্ষ টাকা বা তার বেশি সমস্ত কাজই এখন থেকে ই–টেন্ডারের মাধ্যমে করছি। জেলায় আমরাই প্রথম পঞ্চায়েত যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে ই–টেন্ডার ব্যবস্থা চালু করছি।'

মেরামত করা হচ্ছে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সীমানাপ্রাচীর। ছবি ঃ বীরেন কর্মকার

তড়িঘড়ি মেরামত করা হল হাসপাতালের প্রাচীর

নকশালবাড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ খবরের জেরে তড়িঘড়ি হাসপাতালের সীমানাপ্রাচীরের ভাঙা অংশ মেরামত করা হল। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরের সামনের দিকে যেখানে বয়েজ হস্টেল রয়েছে সেখানে সীমানাপ্রাচীরের একটি অংশ ভেঙে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূল কংগ্রেসের অরুণ ঘোষ বাড়ি বানাচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিষয়টি পুরোপুরিভাবে বেআইনি বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়ে দেয়। এনিয়ে শুক্রবার উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এ বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই এলাকায় ব্যাপক হইচই শুরু হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিস্থিতি দেখে অরুণবাবু তড়িঘড়ি প্রাচীরের ওই ভাঙা অংশ মেরামত করে দেন। অরুণবাবু অবশ্য বলেন, 'হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়েই প্রাচীর ভেঙেছিলাম। প্রাক্তন বাম প্রধানের কাছ থেকেই আমি এখানে

খবরের জের

বাড়ি তৈরির অনুমতি নিয়েছিলাম। এলাকার উন্নয়নকে স্তব্ধ করতেই বিরোধীরা তুচ্ছ ঘটনাকে এভাবে ইশ্যু করছেন।' প্রাক্তন প্রধান রাধাগোবিন্দ ঘোষ অবশ্য বলেন, 'প্রাচীর ভেঙে বাড়ি তৈরির জন্য কোনো অনুমতিই দেওয়া হয়নি।'

ঘটনায় তাঁরা কী পদক্ষেপ করবেন বলে প্রশ্ন করা হলে বিএমওএইচ কুন্তল ঘোষ বলেন, 'পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' দলীয় প্রধান এমন কাজ করায় তাঁরা কী ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তথা পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'জায়গার অভাবে প্রাচীরটি ভাঙা হয়েছিল। তবে তা মেরামত করে দেওয়া হয়েছে। এর বেশি কিছুই বলব না।' অন্যদিকে, প্রাচীর ভাঙার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় প্রশাসনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছে। বহু চেষ্টা করেও এদিন জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি।

প্রতীক্ষালয়ে দোকান তৈরির চেষ্টা

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈষপিটাতে যাত্রীপ্রতীক্ষালয় দখল করে দোকানের নির্মাণকাজ শুরু করায় এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা এ ব্যাপারে প্রতিবাদে সরব হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাতে এলাকায় পুলিশ গিয়ে কাজ আটকে দেয়। পাশাপাশি জবরদখলকরীকে উচ্ছেদ করা হয়।

এলাকার এক ফাস্টফুড বিক্রেতা যাত্রীপ্রতীক্ষালয়টি দখল করে সেখানে চারপাশে দেয়াল দিতে শুরু করেন। বিষয়টি সাধারণ মানুষের নজরে আসতেই প্রতিবাদ শুরু হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে পুলিশ এসে কাজ আটকে দিলেও এদিন ফের দেয়াল তৈরির কাজ শুরু হয়। যদিও পুলিশ সূত্রে দাবি, সেখান থেকে এক জবরদখলকারীকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য জাহিদুল রহমান বলেন, 'যাত্রীপ্রতীক্ষালয় বিক্রির অভিযোগ ঠিক নয়। এলাকায় এক ফাস্টফুড বিক্রেতা সেখানে দোকান খোলার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে তাঁকে উচ্ছেদ করেছে।' এলাকাবাসীদের অনেকেরই অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে যাত্রীপ্রতীক্ষালয়টি দখল হয়ে থাকলেও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত কিংবা প্রশাসন এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়নি। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হয়েছে, যাত্রীপ্রতীক্ষালয় জবরদখল করা হলে তা বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চেক বিলি

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার থেকে চোপড়ায় সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকে চেক বিলি শুরু হল। এদিনই চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়। পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থেই এই উদ্যোগ। এদিন কৃষকরা ৬ দফা দাবিতে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন।

রাজ্যের বারণ না মেনে আয়ুষ্মান প্রচারে বিজেপি

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১১ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পকে এ রাজ্যে বাস্তবায়িত না করলেও বিজেপি প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা দেওয়া চিঠি জনতার দরবারে পৌঁছে দেবে। এমনকি মানুষকে এই পরিসেবাগুলি নেওয়ার আবেদনও জানাবে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে বিলি করার জন্য প্রায় ৭৫ হাজার চিঠি এসে পৌঁছেছে। এগুলির মধ্যে কিছু চিঠি বিলি করার কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকারের প্রতিবাদের পরই চিঠি বিলি বন্ধ রয়েছে। কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে সরকারিভাবে শিবির করে চিঠি বিলি করা হবে। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির উত্তরবঙ্গের একাধিক নেতার সঙ্গে দলের নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুরিন্দরসিং আলুওয়ালিয়ার কথাবার্তা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। যদিও এদিন আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

গরিব পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্যবিমা পাইয়ে দেওয়ার নতুন প্রকল্প এনেছে নরেন্দ্র মোদির সরকার। আয়ুষ্মান ভারত নামে এই প্রকল্পের বার্তা পৌঁছে দিতে রাজ্যে রাজ্যে নরেন্দ্র মোদির ছবি দেওয়া একটি করে সরকারি চিঠি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নীতি নিয়েছে কেন্দ্র। ডাকবিভাগ মারফত সেই চিঠি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্প নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ তুলে এ রাজ্যে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবে না বলে জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চিঠি পাঠিয়ে বৃহস্পতিবারই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের দাবি, এই প্রকল্পে রাজ্য সরকারেরও ম্যাচিং গ্র্যান্ট রয়েছে। পাঁচ লক্ষ টাকার বিমায় রাজ্য সরকারও ৪০ শতাংশ ভরতুকি দিচ্ছে। অথচ চিঠিতে শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ছবি দিয়ে বিজেপি নিজেদের প্রচার করছে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের আগেই কিছু চিঠি শিলিগুড়িতে বিলি হয়েছে। এমনই একটি চিঠি উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর হাতেও এসেছে। কিন্তু রাজ্য এই পদক্ষেপ করতে বারণ করার পরই চিঠি বিলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বিজেপির বক্তব্য, রাজ্য সরকার না চাইলেও সাধারণ মানুষ এই বিমার সুযোগ নিতে পারবেন। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর এই চিঠি প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছানো উচিত। এইজন্য বিজেপির বিভিন্ন জেলায় সাধারণ কর্মীদেরও আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে সচেতন করা হয়েছে। যাতে দলের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে এই স্বাস্থ্যবিমা নিয়ে বোঝাতে পারেন। অর্থাৎ এই প্রকল্প বিজেপি–কে রাজনৈতিকভাবেও সুবিধা পাইয়ে দেবে এমনটাই আশা ছিল। কিন্তু রাজ্য বেঁকে বসার পরই এখন অন্য উপায় খুঁজছে বিজেপি। দলীয় সূত্রের খবর, চলতি মাসেই শিলিগুড়ি সহ অন্য জেলায় সরকারিভাবে সভা করে সেখান থেকে জনগণের মধ্যে আয়ুষ্মান ভারত ছাড়াও অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি যোজনা, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার মতো প্রকল্পগুলি নিয়ে নরেন্দ্র মোদির লেখা চিঠি বিলি করা হবে।

বিক্ষোভ কংগ্রেসের, বন্ধ 'অ্যাক্সিডেন্টাল'–এর শো

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ 'অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার'কে কেন্দ্র করে শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস, যার জেরে শহরের একটি সিনেমাহলে ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেল। ওই সিনেমাহলটিতে এদিন ভাঙচুর চালানোর অভিযোগও উঠেছে কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে। অনুপম খের এবং অক্ষয় খান্না অভিনীত ছবিটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে আসছিল কংগ্রেস। শুক্রবার ছবিটি মুক্তি পেতেই সেই আপত্তি ক্ষোভে পরিণত হয়। কলকাতার মতো এদিন শিলিগুড়িতেও ছবিটির প্রদর্শন বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হয় শিলিগুড়ি বিধানসভা যুব কংগ্রেস কমিটি।

এদিন সন্ধ্যায় রোহিত তিওয়ারির নেতৃত্বে যুব কংগ্রেস কর্মীরা হিলকার্ট রোডের ধারে থাকা বিশ্বদীপ সিনেমাহলে প্রথমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বিক্ষোভে শামিল কংগ্রেস কর্মীরা ভাঙচুর শুরু করে দেন সিনেমাহলটিতে। সিনেমাহলের সামনে থাকা পোস্টার ছিঁড়ে দেওয়া ও ডাস্টবিন ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে তাঁদের বিরুদ্ধে। এমন আকস্মিক ঘটনায় সেই সময় চলতে থাকা 'সিম্বা'র দর্শকরা ভয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন। যদিও কিছুক্ষণ পর কিছু দর্শক ফিরে আসেন। তবে এই ঘটনার জেরে বিতর্কিত 'অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার'–এর প্রদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সিনেমাহল কর্তৃপক্ষ। হলটির ম্যানেজার নিখিল সেন বলেন, 'যেভাবে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, তাতে দর্শকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রত্যকেই ভয়ে হলের বাইরে বেরিয়ে পড়েন। তাই আমরা সিনেমাটির প্রদর্শন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' তবে সিনেমাহলটিতে ভাঙচুরের অভিযোগ মানতে চাননি প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সম্পাদক প্রশান্ত সিংহল। তাঁর দাবি, তাঁরা শুধু বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। তবে সিনেমাটি যদি পুনরায় প্রদর্শিত হয়, তবে বড়ো ধরনের বিক্ষোভ সংগঠিত করা হবে বলে তিনি জানান। জানা গিয়েছে, ম্যাটিনি এবং নাইট শোতেই সিনেমাটি প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিনেমাহল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শুধুমাত্র ম্যাটিনিতেই সিনেমাহলটিতে শুধুমাত্র সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়েছে।

বিভিন্ন পার্ক ঢেলে সাজাবে বন দপ্তর

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ এবার থেকে বন দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন পার্কের ফুল, গাছ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পুস্তিকার মাধ্যমে জানতে পারবেন পার্কে ঘুরতে আসা মানুষ। পাশাপাশি পার্কগুলিকে ঢেলে সাজাবে উদ্যান ও কানন বিভাগ (উত্তর)। শনিবার থেকে বন দপ্তরের বার্ষিক পুষ্পমেলা ও প্রদর্শনী শুরু হবে। পুষ্পমেলা শেষেই বিভিন্ন পার্ক সাজানোর কাজ শুরু করা হবে। বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগের উদ্যোগে ইসলামপুরে একটি নতুন ঝুলন্ত উদ্যান, ফোয়ারা তৈরি করা হবে। তিস্তা উদ্যানের জাহাজবাড়িকে সারাই করে বিশেষ কিছু মূর্তির মাধ্যমে উদ্যানটি আরও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। এছাড়া, কোচবিহারের এনএন পার্কে রাজবাড়ির আদলে একটি বাড়ি তৈরি করা হবে। সেখানে কোচবিহারের ইতিহাস সংরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি, একটি অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরি করা হবে। শুক্রবার বন দপ্তরের উদ্যান ও কানন বিভাগ (উত্তর)–এর কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সেখানে ডিএফও মানব চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের পার্কগুলিতে প্রচুর মানুষ ঘুরতে আসেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের পার্ক রয়েছে। পার্কগুলির আকর্ষণ আরও বাড়ানোর জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

কলেজ ছাত্রের চিকিৎসায় জন্য অর্থসাহায্য

বাগডোগরা, ১১ জানুয়ারি ঃ বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সম্রাট সরকার কঠিন রোগে আক্রান্ত। তাঁর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য করলেন বাগডোগরা কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য তথা মহকুমা পরিষদের সদস্যা শর্মিষ্ঠা চন্দরায়। তিনি শুক্রবার সম্রাটদের বাগডোগরার গদাধরপল্লির বাড়িতে যান। সঙ্গে ছিলেন কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক তরুণ সেন। সম্রাটের বাবা রাজু সরকারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি। কলেজ থেকেও অর্থসংগ্রহ করার আশ্বাস দেন তিনি। রাজুবাবু বাগডোগরা হাটে সবজি বিক্রি করেন। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি, কলকাতা, দক্ষিণ ভারতে গত পাঁচ বছর ধরে ছেলের চিকিৎসা করে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। ছেলে শয্যাশায়ী। পুনরায় চেন্নাই যাওয়ার জন্য অর্থের দরকার। কিন্তু টাকা নেই। কিছু টাকা এদিন পেয়েছি। আরও টাকার দরকার। সকলে সাহায্য করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পুষ্টিকর খাবার দিল প্রশাসন

নকশালবাড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হল। এদিন নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের 'ডোকরা' হলে এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী এবং সুপারভাইজাররা ছাড়াও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের নিয়ে মায়েরা হাজির ছিলেন। অনুষ্ঠানে বিডিও বাপি ধর বলেন, 'ব্লকের ৩৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ইতিমধ্যে ৭০টি শিশু অপুষ্টিতে ভুগছিল। 'পৌষ্টিক লাড্ডু' এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে ৩৮–এ নেমেছে। আমরা চাই, ব্লকে যেন একটি শিশুও অপুষ্টিতে না ভোগে। এদিন আমরা ৩৮টি শিশুর জন্য পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করেছি।'

নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সরোজকিরণ টোপ্পো বলেন, যেসব সামগ্রী এদিন বিতরণ করা হল সেগুলো যাতে শিশুদের ঠিকমতো খাওয়ানো হয় সে ব্যাপারে সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বাবলা সেনগুপ্ত বলেন, 'অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের প্রত্যেককে ১২ কেজি চাল, ২ কেজি ৬০০ গ্রাম মশুর ডাল, সয়াবিনের বড়ি ২ প্যাকেট করে দেওয়া হল। এগুলো যাতে শিশুরা ঠিকমতো খায় তা দেখতে হবে মায়েদের।'

কৃষকসভা

ধূপগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালিয়ে ব্রিগেড সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন সারা ভারত কৃষকসভার নেতারা। শুক্রবার ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় আলতা–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌহদ্দি এলাকায় সারা ভারত কৃষকসভার ধূপগুড়ি থানা কমিটির নেতারা আলোচনা সভা করেছেন। এদিন সভায় সারা ভারত কৃষকসভা ধূপগুড়ি থানা কমিটির সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল, সদস্য মুকুলেশ রায়সরকার, ঝাড় আলতা–১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষকসভার নেতা পুলক সরকার, ছাত্র নেতা সত্যব্রত সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাছের চারা বিলি

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ শুক্রবার মৎস্য দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় এবং চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এলাকার ৪৫ জন চাষিকে মাছের চারা, হাঁড়ি ও চুন দেওয়া হল। এদিন চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে চাষিদের হাতে মাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজারউদ্দিন সহ আরও অনেকে।

দুর্বল গণতন্ত্র ব্যক্তিপূজার সূচনা ঘটায়

আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন জেলাশাসক নিখিল নির্মলের আসার পর থেকেই জেলাবাসীর কাছে তিনি বেশ চর্চিত হয়ে উঠেছিলেন। কারণ তিনি সরাসরি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ভালোবাসেন। কখনো চা বাগানের র‍্যাশন দোকান আবার কখনো রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা দোকানের ভেজাল খাদ্য নিয়ে সরাসরি পদক্ষেপ। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও সোশ্যাল মিডিয়ার খবরের পাতাগুলো তাঁকে দাবাং, সিংহম বা নায়ক চলচ্চিত্রের অভিনেতার উপাধি দেয়। সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর জনপ্রিয়তার মাঝেও যদিও কিছু মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন 'আপনার বাগানে আপনার প্রাশাসন' প্রকল্পগুলোর কাজ ব্লক ও পঞ্চায়েত দপ্তরে গিয়ে আটকে যাচ্ছে। যাইহোক, প্রশ্ন হল এই অল্প সময়ে জেলাশাসক নিখিল নির্মল যে ফ্যানগ্রুপ গড়ে তুললেন তা কেমন ধরনের গণতন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়? আজ আমরা বুঝি সাধারণ মানুষ সরকারি কর্মী ও অফিসারদের ব্যবহার, কাজের ধীরগতি ও দুর্নীতি নিয়ে তিতিবিরক্ত। গণতন্ত্রে জনগণের সেবক মন্ত্রী বা সরকারি আধিকারিক বলা হলেও সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে এঁরা বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং সমাজে পাশের ও দুর্বল মানুষকে ভালোবাসার চেয়ে কেরিয়ার গড়াই মুখ্য এমন সামাজিক স্বীকৃতি থাকায় গণতন্ত্রের আদর্শ আর বর্তমান সমাজের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এমন এক সময়ে মানুষ আশা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত। সে যখন দেখে পঞ্চায়েত বা ব্লকের একজন সরকারি কর্মচারীর যা করা উচিত ছিল তা জেলাশাসক করছেন, কথা বলছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে তখন গণতন্ত্রের গঠন নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। প্রশ্ন করে না যে তদন্ত ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ গণতন্ত্রের পরিপন্থী। যতক্ষণ না সে শুনতে পায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা বলে উঠছে 'আমার জেলায় আমার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে না।' তবে এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ক্ষমতা আম